ইত্তেফাক

তারিখ ... 13/5/83 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ...

002

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৮৯

কিণ্ডারগার্টেন ঃ একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা

মর্মান্তিক মৃত্যুর কবল হইতে আর একটি শিশু প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। ফেণীর কিণ্ডারগার্টেন শিশু নিকেতন-এর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র আতিকুর রহমান (রিয়াজ) শিক্ষকের পড়া শুনিতে শুনিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্কুল ছুটি হওয়ার পর দপ্তরী কখন শ্রেণীকক্ষে তালা দিয়া গিয়াছে ঘুমন্ত শিশুটি তাহা টেরও পায় নাই। যখন জাগ্রত হইয়া টের পাইয়াছে তখন সে সেই বিরাণ স্কুলের একটি ছোট্ট শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ। বহু পরে স্কুলের পার্শ্ব দিয়া হাঁটিয়া যাওয়া একটি লোক কক্ষের ভিতর হইতে কান্নার আওয়াজ পাইয়া চীৎকার করিতে শুরু করে। তাহার চীৎকারে লোকজন জড়ো হয় এবং শেষে দরজা ভাঙ্গিয়া শিশুটিকে উদ্ধার করে।

স্মরণযোগ্য, এরূপ একটি মর্মান্তিক সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হইয়াছিল এদেশে এবং চলচ্চিত্রটি নির্মাণ সৌকর্যের জন্য নয়, ঘটনাটির মর্মান্তিক পরিণতির জন্য জনসাধারণের মনে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। চলচ্চিত্রটির আবেদন দৃষ্টে মনে হইয়াছিল, শিশুদের স্কুল পরিচালনায় যাহারা সংশ্লিষ্ট এবং অভিভাবকেরা শিশুদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এরপর হইতে যত্নবান হইবেন। কোন শিশু শ্রেণী কক্ষে, প্রস্রাব বা পায়খানায় থাকিয়া গিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই স্কুল কক্ষে তালা দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই।

এখন কেবল ঢাকায়ই নয়, জেলা, মহকুমা, এমনকি কোন কোন থানা সদরেও বিদেশী কিণ্ডারগার্টেন জাতীয় বিভিন্ন শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে বেতনও বেশী। কারণ, কর্তৃপক্ষ বিদেশের মত উন্নতমানের শিক্ষার পাশাপাশি শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিধান করিবে এই শর্তে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিদ্যালয় কিণ্ডারগার্টেন হইলেও এখানে ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যে উন্নত ব্যবস্থা প্রত্যাশিত ছিল সে ব্যবস্থা করা হয় নাই। কি কর্তৃপক্ষ, কি দপ্তরী-দারোয়ান কাহারো মধ্যেই সেই প্রত্যাশিত দায়িত্ব সচেতনতাও সৃষ্টি হয় নাই। এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের দায়িত্ববোধের অভাবও কম উল্লেখযোগ্য নয়। অভিভাবকদের অধিকাংশ ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়াই দায়িত্ব খালাস মনে করেন। ছেলেমেয়েরা সুস্থভাবে স্কুলে পৌঁছিতে পারিল কিনা, অথবা গৃহে ফিরিয়াইবা আসিয়াছে কিনা এ বিষয়ে চিন্তা করারও প্রয়োজন বোধ করেন না। এমনকি ইহাও ভাবিবার অবকাশ পান না, স্কুলের শিক্ষকই হউক বা দপ্তরী-দারোয়ানই হউক ছেলেমেয়েরা তাহাদের নিকট ছাত্র-ছাত্রী মাত্র, সন্তান নয়। এ চিন্তাটা তাহাদের মনে থাকিলে আমাদের বিশ্বাস, তাহারা স্কুলগামী সন্তানদের শিক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আরো যত্নবান হইতেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কখনো মারাত্মক পরিস্থিতির শিকারও হইত না। আমরা এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সচেতনতা প্রত্যাশা করি।